বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু ভাষাবিদ রেভারেন্ড **কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮১৩-১৮৮৫) ছিলেন **'ভারত সভা'**র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি; উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার **'নবজাগরণে'**র অন্যতম প্রাণপুরুষ এবং ডিরোজিও প্রবর্তিত 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক। তিনি সারাজীবন শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি, কুসংস্কার দূরীকরণ প্রভৃতির জন্য কাজ করে গেছেন। ১৩ খণ্ড বিশিষ্ট 'এনসাইক্লোপেডিয়া বেঙ্গলিনস (বিদ্যা কল্পদ্রুম)' রচনায় তাঁর ছিল গুরুত্বপূর্ণ অবদান। 'দি পারসিকিউটেড' তাঁর রচিত ইংরেজি নাটকটিও সাড়া ফেলেছিল। তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান লিগ প্রভৃতি সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর জন্ম দ্বিশতবর্ষে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ব ও ভারতকে তিনি তাঁর শান্তির নিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর সমৃদ্ধিশীল ভারতীয় ঐতিহ্য এবং বৈচিত্র্যময় বাংলার প্রাণকে তিনি কাব্য, গল্প, গীতি, নাট্য, নৃত্যনাট্য, অঙ্কন, উপন্যাস, প্রবন্ধ বহুবিধ রূপরসের অরূপ বাণীর মাধ্যমে আবিশ্ব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর অনন্য প্রতিভাধর মনন প্রকৃতি সংরক্ষণ, সার্বিক শিক্ষা, শিশুশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষক সমবায়, দেশাত্মবোধ, পল্লী গঠন, জাতীয় সংহতি, উন্নয়ন, বিশ্বভাবনা ও মুক্তির পথের সাধনায় ব্যাপৃত ছিল। যৌবনকালে শিলাইদহে কীর্তিনাশা পদ্মার উথাল পাতাল স্রোত, বর্ষণসিক্ত কৃষিভিত্তিক উর্বর পূর্ববাংলার শ্যামল শোভন গ্রাম জীবন তাঁকে বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সব সৃষ্টি করতে প্রাণিত করেছে। ব্রহ্মসঙ্গীত থেকে কীর্তনাঙ্গন, লালনগীতি থেকে বাউলরীতি তাঁর সৃজনকে করেছে সংপৃক্ত। সায়াহ্নে রাঢ় বাংলার বর্ণময় ঋতুভরী প্রকৃতি ও জীবন বৈচিত্র্য তাঁকে জুগিয়ে গেছে প্রেরণা। তাঁর দীর্ঘজীবন সঞ্চিত রেনেসাঁসলব্ধ জোড়াসাঁকোর পরিবার - পরিবেশ, বিশ্বভ্রমণ বীক্ষা সহ বিবিধ অন্বেষণ জাত জ্ঞানধারার উন্মেষ মহীরূহের মত জাতির চিন্তা চেতনায় এক স্নিগ্ধ ছায়া সহ আনন্দ প্রবাহের সঞ্চার করেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মসার্ধশতবর্ষে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

স্বামী বিবেকানন্দ

ধর্মকে তিনি কর্মে স্থাপন করেছিলেন। জীবে প্রেম ও সেবার মাধ্যমে তিনি ঈশ্বর সেবার আহবান রেখেছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের লোকায়ত দর্শনের স্পর্শে সিমলার দুর্জয় নরেন্দ্রনাথ পেলেন বিবেকের আনন্দ, বীর্যের মাধুকরী। পরিব্রাজকের জীবন বেছে নিলেন দেশ ও জাতিকে জানতে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে তিনি বীররসে সিক্ত করেছিলেন, ভারতীয় ঐতিহ্যের উৎকর্ষতা ও সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিশ্বের দরবারে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিশন জনসেবায় অক্লান্ত, তাঁর অনুসারী নিবেদিত প্রাণ সন্ন্যাসীরা গড়ে তুলেছিলেন এক উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধ শতবার্ষিকীতে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

একমাত্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তুলনা চলে। এমন সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কোন মনীষির মধ্যে দেখা যায়নি। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের কথাই বলছি। তাঁর অনবদ্য দু'টি কীর্তির একটি হল বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যালস্ কোম্পানির পত্তন ঘটানো। যেখানে বাঙালি স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের মস্তিষ্কের সফল প্রয়োগে গোলামি ছেড়ে স্বাধীন উদ্যোগে উদ্যোগপতি হয়ে শ্রমদানে দেশের সেবায় ব্রতী হয়ে উঠবে। এই উদ্যোগে তিনি যে বাঙালিকে বাণিজ্যে উৎসাহী হতে পথ দেখিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় অবদান বা কীর্তি ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি গঠন। যার প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন স্বয়ং প্রফুল্ল চন্দ্র, ছাত্রদের

পীড়াপীড়িতে ও অনুরোধে। এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৪ সালে। এখানে যে গবেষণা হত তা বিদেশের বিখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণার পাক্ষিক সায়েন্স, নেচার সহ আমেরিকার বিজ্ঞান জার্নালেও প্রকাশিত হত।

অবিভক্ত বাংলার যশোরে জন্ম, কলকাতা ও বিলেতে উচ্চশিক্ষা এবং প্রেসিডেন্সি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। এ হিস্ট্রি অব্ হিন্দু কেমিস্ট্রি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। প্রথম খন্ড বেরোয় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় খন্ড। ইংরেজীতে ১২ টি ও বাংলাভাষায় ২২টি বই লিখেছেন। এছাড়া অসংখ্য সাময়িকীতে বিজ্ঞান সাধনার কীর্তি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, সাক্ষাতে আলোচনা করেছেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের সংকল্পে। এরকম এক বিজ্ঞানী যিনি পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মেও সৃষ্টির জগতে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বই স্থাপন করেন নি, পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে দিশা দান করেছেন, তাঁদের স্বাবলম্বী হতে সর্বোতোভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর জন্ম সার্ধশতবর্ষে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

ডা: কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

ব্রিটিশ পদধৌত অনুপস্থিত জমিদারীর মুনাফায় বদ্ধজলার মত কূপমন্ডুক পুরুষতান্ত্রিক বাবু কালচারে কলকাতার নাগরিক সমাজ যখন আচ্ছন্ন তখন সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে বৃহৎ সংসার ও সন্তানদের সামলে এই মহীয়সী প্রতিভাধর নারী এশিয়ায় উপনিবেশ সৃষ্ট প্রথম মেডিকেল কলেজে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ত্বের জন্য ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অবিচারের দরুণ শংসাপত্র থেকে বঞ্চিত হন। প্রথম মহিলা চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতক হন ডা: বিধুমুখী বসু। এরপর ডা: গাঙ্গুলী ইংল্যাণ্ডে গিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে আরও উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন। তারপর দেশে ফিরে দক্ষতার সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি নানাধরনের সমাজসেবামূলক, নারী উন্নয়ন ও জাতীয়তাবাদী কর্মকান্ডে যুক্ত থাকেন। তাঁর জন্মের সার্ধশতবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দেবব্রত বিশ্বাস

ব্রাহ্ম সমাজের পরিবেশে বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় বরিশাল ও ময়মনসিংহে কাটানো ছেলেবেলাতেই তিনি বর্ণহিন্দুদের কাছে ছিলেন অস্পৃশ্য। আর বলিষ্ঠ উদাত্ত সাবলীল কণ্ঠে নিজস্ব গায়কীর জন্য পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠানের কাছে হয়ে উঠলেন ব্রাত্য। সহজ সরল দিলদরিয়া মনের মানুষ হলেও ছিলেন আপোষহীন ও দৃঢ়চেতা। নিজস্ব গায়কীতে বিখ্যাত ''বাঁধ ভেঙ্গে দাও ...'' গানটি গেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যেমন একসময় অচলায়তনের কুক্ষি থেকে বের করে এনেছিলেন, শেষ জীবনে ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত গেয়েছেন অবিচলিতভাবেই। অর্থনীতির স্নাতক জীবন বিমা কোম্পানীর চাকুরে অকৃতদার জনপ্রিয় জর্জদা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জন মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে স্বাধীনতা, যুদ্ধ বিরোধিতা এবং কৃষক ও গণ আন্দোলনের সমর্থনে যে 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে'র দলগুলি হাটে - মাঠে - রাজপথে গান গেয়ে বেড়াত জর্জ বিশ্বাস ছিলেন তাদের প্রাণপুরুষ। দেবব্রত বিশ্বাসের জন্ম শতবার্ষিকিতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

শ্রীহট্টের ধনী পরিবারের সন্তান হেমাঙ্গ বিশ্বাস 'সুনামগঞ্জের জালালী কবুতর' অথবা 'সুরমা নদীর গাংচিলে'র মত 'শূন্যে উড়া' দিয়ে গরীব মেহনতী কৃষক মজদুর আদিবাসী মানুষের সমাজজীবন পরিবর্তনের সংগ্রামে সামিল হলেন। জীবনের শেষদিন অবধি তাঁর লক্ষ্যে অবিচলিত থেকে কাটিয়ে দিলেন এক অনিশ্চিত অথচ স্মরণীয় জীবন। বাংলা ও অসমের লোকগান ও সুর নিয়ে তৈরি করলেন অজস্র জনপ্রিয় গণসঙ্গীত। তাঁর সেই অসাধারণ গানের ডালি নিয়ে দল বেঁধে গেয়ে চললেন বাংলা ও অসমের পথে প্রান্তে, কৃষক-আদিবাসী-ছাত্র-যুবদের আন্দোলনের আঙিনায় আঙিনায়। এর জন্য তাকে বহুবার জেল খাটতে, অত্যাচারিত ও অসুস্থ হতে হয়েছে। লোকগানের সুর ও বিষয় নিয়ে গানের মধ্যে দিয়েও তিনি আন্তর্জাতিকতার ও প্রলেতারিয় উপলব্ধি নিয়ে এসেছেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই 'মাস সিঙ্গার'। অসংখ্য সাড়া জাগানো গানের মধ্যে 'স্বাধীনতা'কে ব্যঙ্গ করে গাওয়া 'মাউন্ট ব্যাটন মঙ্গল কাব্য', যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদের গান 'শঙ্খচিল' কিংবা নৌ বিদ্রোহের উপর 'কল্লোল' নাটকের গান স্মরণীয়। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

বিখ্যাত 'মধুবংশীরগলি' কবিতার কবি এবং 'নবজীবনের গানে'র স্রষ্টাতেই পরিচয় যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিভা ছিল আরও ব্যাপ্ত। বিশিষ্ট কবি এবং রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বা বটুকদা। পাবনার জমিদারের

আঙিনা ছেড়ে ক্ষুধাপীড়িত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজ পরিবর্তনের গান গেয়ে গেছেন। রসায়নে স্নাতক ও ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করে তিনি অনুশীলন সমিতি'তে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যোগ দেন। দীর্ঘদিন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত চর্চ্চা করে 'গণনাট্য সংঘে' যোগ দিলেন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের গান গাইতে। তিনি ছিলেন 'গণনাট্য সংঘে'র বিখ্যাত সঙ্গীত 'অর্কেষ্ট্রা' দলের মূল স্থপতি ও সঞ্চালক। পরে সংগঠনে বিভাজন ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন। বোকারোয় ও দিল্লীর 'সঙ্গীত নাটক আকাদেমিতে' শিক্ষকতা করেন। সেই সময় 'রাম চরিত মানস', 'তোতা কাহিনী', 'লম্বকর্ণ', 'আবোল তাবোল' প্রভৃতি ভারতীয় ধ্রুপদী লেখাগুলিতে সুর-সংযোগ করেন। সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে এবং ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' ও 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রের তিনি সঙ্গীতপরিচালক ছিলেন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লোককবি নিবারণ পণ্ডিত

দশ বছর বয়সে বাবার মৃত্যু হওয়ায় দারিদ্র্যের কারণে সপ্তম শ্রেণীর পর আর স্কুলে পড়তে পারেননি। বিড়ি বেঁধে অতি কষ্টে সংসার চালাতেন। কিন্তু ময়মনসিংহের এই স্বভাব কবির গান লেখায় কোন ক্লান্তি ছিল না। প্রেম ও ভক্তিরসের আঙ্গিকে গান লিখে সুর দিয়ে লোককবিদের দিয়ে দিতেন। অল্প বয়সে অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে ছড়া লিখে আক্রান্ত হন, গ্রামের কৃষকরা তাঁকে রক্ষা করেন। সেই থেকেই কৃষক আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে যোগদান। পাশাপাশি গান লেখার কাজ চলল। তাঁর গান বাঁধার ও পরিবেশনের পদ্ধতিটি ছিল অনন্য। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও লোক সুরে ও কথায় তিনি কৃষক সংগ্রামের পক্ষে এবং অত্যাচার, শোষণ, কালাকালুন, দাঙ্গা ও যুদ্ধ বিরোধিতা নিয়ে গান বাঁধতেন ও সপ্তাহান্তে গ্রামের হাটে গিয়ে কৃষকদের শোনাতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানী আক্রমনের সময় ব্রিটিশ ও জাপানী উভয় শত্রুর বিরুদ্ধে জনপ্রিয় গান লিখে নিজের অবশিষ্ট জমি বিক্রি করে প্রায় দুলক্ষ কপি ছাপিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করেন। 'গণনাট্যে'র সাথে যুক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেরও অন্যতম সংগঠক হয়ে ওঠেন। ১৯৪৭-র দেশ ভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে কৃষক আন্দোলনের কাজে থেকে যান। মনি সিংহের নেতৃত্বাধীন হাজং ও গারো আদিবাসী কৃষকদের বিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক হয়ে ওঠেন। ১৯৫০-এ কুখ্যাত 'আনসার' বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তারপর তিন বছর জেলের মধ্যে চলে অকথ্য অত্যাচার। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে না পেরে পাকিস্তান সরকার তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও তাঁকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। উদ্বাস্তু হয়ে ভগ্ন দেহ ও মনে কোচবিহারে এসে আমৃত্যু দারিদ্র্য ও অসুস্থতার সাথে ঘর করেন। কিন্তু তাঁর ছড়া ও গান রচনা বন্ধ হয়নি। পরিণত বয়সে রাজবংশী ভাষা রপ্ত করে গণআন্দোলনের সমর্থনে অজস্র মূল্যবান গান লিখে গেছেন। এর মধ্যে 'খাদ্যের দাবিতে মিছিলে গুলি চালনা', 'মিসা' ও 'সেনসার' বিরোধী ভাওয়াইয়া, পুঁথিপড়া ও টসার ঢঙে রচিত লোকগান তিনটি সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় তাঁর উপর আবার আক্রমণ হয়, এবারও সাধারণ কৃষকরা এই অসামান্য লোককবিকে রক্ষা করেন। তাঁর জন্ম শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সাদাত হাসান মন্টো

ব্রিটিশ শাসক ও ভারতীয় নেতৃত্বের সৃষ্ট দেশভাগ ও দাঙ্গায় সাধারণ মানুষের করুণ পরিণতি নিয়ে অনুপম ব্যঙ্গ ও তীব্র শ্লেষে ভরা বিখ্যাত রচনা '**টোবা টেক সিং**' সহ অসংখ্য ছোটগল্প, চিত্রনাট্য প্রভৃতির রচয়িতা অমর কথাশিল্পী **সাদাত হাসান মন্টো** (১৯১২-১৯৫৫) উর্দু ও পাঞ্জাবী ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যিক। অবিভক্ত ভারত ও পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় জন্ম, অমৃতসর ও আলিগড়ে পড়াশুনা। স্বাধীনতা আন্দোলন ও পরে আই.পি.টি.এ. -র সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়া। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'তামাসা' গল্প লেখা দিয়ে শুরু। লাহোরে অল্প সময় কাটিয়ে বম্বেতে থিতু হন। ওই সময় অসাধারণ সব গল্প এবং বম্বে ফিল্ম ইনডাস্ট্রির জন্য কালজয়ী সব চিত্রনাট্য লেখেন। মাঝখানে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' তে যুক্ত হন। দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তানের লাহোরে চলে যান এবং সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সংবাদজগতের সংগে যুক্ত হন। পরবর্তিতে আর্থিক অনটনে পড়েন, অসুস্থ হয়ে যান ও তাঁর অকালে প্রয়াণ ঘটে। '**বু**', '**ধোঁন**', '**খোল দো**', '**ঠান্ডা গোস্ত**' প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত গল্প। মন্টোকে স্বাধীনতার আগে তিনবার এবং পাকিস্তানে তিনবার অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়, কোনবারই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর মূল্যবান লেখাগুলি বহুভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাঁর জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' দুই মহীয়সী স্বাধীনতা সংগ্রামী **প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার** এবং **মনিকুন্তলা সেনের** জন্মশতবার্ষিকীতে জানায় বিনম্র প্রণাম।
[গ্রন্থনা ঃ বাগদি ও সেন]

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। ১৮৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এরপর কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন প্রমুখ। এই সব বাঙালী মনিষীগণ জগৎসভায় বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সেই সময়কার শিল্প সংস্কৃতির পীঠস্থান কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত রাজ-দেওয়ান পরিবারের সন্তান দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগর থেকে এন্ট্রাস ও এফ. এ., হুগলীর মহসীন কলেজ থেকে বি.এ. এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম. এ. পাশ করে ২১ বছর বয়সে ইংল্যান্ডে কৃষিবিদ্যায় উচ্চশিক্ষালাভে যান। দ্বিজেন্দ্রলালের বাবা ছিলেন কবি এবং তাঁর পুত্র বিশিষ্ট সঙ্গীতকার ও দার্শনিক দিলীপ কুমার রায়। ইংল্যান্ডে তিন বছর কৃষিবিদ্যা শিক্ষার পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী ভাষা সাহিত্যে ও সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। দেশে ফিরে সরকারী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে যান। সেইসময় দ্বিজেন্দ্রলাল এক অদ্ভুত জটিল পরিস্থিতিতে পড়েন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে কালাপানি পার ও ম্লেচ্ছ সংসর্গের দায়ে অভিযুক্ত হন। অন্যদিকে ইংরেজসেবক ধর্মান্তরিত কালাসাহেব হতে না পারার জন্য ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে হেনস্থাও হতে হয় তাঁকে। তার উপর ধারাবাহিক অসুস্থতা। কিন্তু তাঁর দেশকে দেখা, দেশবাসীকে জানা ও দেশপ্রেমকে কোন কিছু টলাতে পারেনি। কিছুদিন পর তিনি লোভনীয় সরকারী চাকরী ছেড়ে সাহিত্য সেবায় মনোনিয়োগ করেন। তারপর তাঁর শক্তিধর লেখনী থেকে জন্ম নিতে থাকে দেশপ্রেমে সিক্ত অপূর্ব সব গান, নাটক, প্রহসন যেগুলি কিনা চিরকালই বাঙালীর গৌরব। তাঁর জন্মের সার্ধ শতবর্ষে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

বাবা আলাউদ্দীন খাঁ

ভারতীয় শাস্ত্রীয় যন্ত্রসঙ্গীতের সাধনায় এক বিরল প্রতিভাবান সন্ন্যাসী যিনি সৃষ্টি করেছিলেন 'সেনিয়া মাইহার' সঙ্গীত ঘরানা, গড়ে তোলেন 'মাইহার ব্যান্ড', পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করে তোলেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় যন্ত্র সঙ্গীত। তৈরী করেন বিশ্বের সেরা সরোদ বাদক আলি আকবর খাঁন, সেরা সেতার বাদক রবিশঙ্কর এবং সেরা সুরবাহার বাদক অন্নপূর্ণা দেবীর মত বিশ্ববরেণ্য শিষ্য-শিষ্যা। যিনি দু'হাতে প্রায় সব রকম যন্ত্র বাজাতে পারতেন — তিনি হলেন কিংবদন্তী যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষক 'বাবা' আলাউদ্দীন খাঁ। কুমিল্লায় অতি দরিদ্র পরিবারে জন্ম। বারবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে খুব কষ্ট করে গান বাজনা শেখেন। গ্রামের লোক শিল্পীদের কাছ থেকে লোকসঙ্গীত, 'নুলো গোপালে'র কাছে ধ্রুপদ, অমৃতলাল দত্তের কাছে পাশ্চাত্য যন্ত্র সঙ্গীত ...। কৃতী বাজনাদার হয়ে উঠে মধ্য প্রদেশের মাইহার রাজার আহ্বানে মাইহারে আশ্রম গড়েন। উদয় শঙ্করের ব্যালে গ্রুপের সাথে ইউরোপ ভ্রমণ করেন। পরে শত আমন্ত্রণ ও প্রলোভন সত্ত্বেও তিনি মাইহার ছাড়েন নি। অনাড়ম্বর সরল জীবন যাত্রায় কঠোর তালিম দিয়ে তৈরী করেন তিমিরবরণ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাহাদুর খাঁ, প্রমুখদের মত যশস্বী শিল্পীদের। 'বাবা' আলাউদ্দীন খাঁ জন্ম সার্ধশতবর্ষে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

মানুষরতন নীলরতন

পৃথিবীতে যুগে যুগে এমন কিছু মানুষ এসেছেন যাদের নীরব বৃহত্তর কর্মোদ্যোগ সমাজকে গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এমনই একজন মানুষরতন নীলরতন অর্থাৎ গত শতাব্দীর 'ধন্বন্তরি' চিকিৎসক ডা: নীলরতন সরকার। গ্রামের দরিদ্র পারিবারের সন্তান ব্রিটিশ সাহেবদের মেডিকেল কলেজ থেকে কিভাবে ডাক্তার হলেন এটি একটি গল্প হতে পারত। দরিদ্র থেকে ধনী, অনামী থেকে নামীদের চিকিৎসা করে কিভাবে নিরাময় করেছেন বা জীবন দিয়েছেন তা নিয়ে অনেক অনেক গল্প হতে পারত। ডা: নীলরতন সরকারের কাজের পরিধি আরও অনেক ব্যাপ্ত ছিল। ব্রিটিশ শাসকদের বাধা পেরিয়ে বহুকষ্টে ভারতীয় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, 'বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটে'র প্রতিষ্ঠা, 'বিশ্বভারতী'র ট্রাস্টি প্রধান, 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স'র সভাপতি, শিক্ষক, পরিচালক ইত্যাদি অসংখ্য কর্মকান্ডে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের পরম বান্ধব ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ হিতৈষী। এত কাজের পরেও তিনি দেশাত্মবোধক কাজে এবং 'জাতীয় কংগ্রেসে'র সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সার্ধশতবর্ষে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়

ব্রিটিশ পুলিশের এক ভারতীয় অফিসারের সন্তান ভবানী চরণ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬১-এর হুগলীর এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলে শিক্ষালাভ করেন, পাশাপাশি সংস্কৃত অধ্যয়ন করে ভারতীয় সাহিত্য-সাংস্কৃতি-ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। এরপর তিনি অবিভক্ত ভারতের সিন্ধুপ্রদেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজসেবার কাজ শুরু করেন। ক্রমে জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হন এবং কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এবং কংগ্রেস বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবীদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। সেইসময় কাকা, স্বাধীনতা সংগ্রামী, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নতুন নামকরণ হয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তিনি নিরলসভাবে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ প্রচারে অবতীর্ণ হন। 'The Harmony' ইংরেজী মাসিক পত্রিকা এবং বাংলায় দৈনিক পত্রিকা 'সন্ধ্যা' প্রকাশ করতে শুরু করেন। এছাড়াও 'সারস্বত আয়তন' নামে একটি বিদ্যালয় চালাতে শুরু করেন। তিনি ছিলেন সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী, স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সার্ধ শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

বাংলার এই বিদুষিণী বীরাঙ্গনা ১৯১১ সালে অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রামে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্রী প্রীতিলতা প্রথমে চট্টগ্রামের খাস্তগীর হাইস্কুল থেকে প্রথম ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেন, তারপর ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাজ্যে প্রথম হন, তারপর কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ডিস্টিংশন নিয়ে ফিলজফিতে স্নাতক হন। ছাত্রাবস্থায় ঢাকা ও কলকাতায় প্রীতিলতা ব্রিটিশ বিরোধী গোপন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। এরপর চট্টগ্রামের একটি মাধ্যমিক ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার চাকরি নেন। পাশাপাশি চলতে থাকে বিপ্লবী সাংগঠনের কাজ। ১৯৩০ এ মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস, জালালাবাদ পাহাড়ের ঐতিহাসিক যুদ্ধ, ধলঘাটের লড়াই সহ ব্রিটিশের সাথে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষে যুক্ত হন। মাঝে গোপনে কলকাতার বিপ্লবী ও প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী বিপ্লবীদের সাথে দেখা করে যান। পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড়ে তিনি, কল্পনা দত্ত প্রমুখ মহিলা বিপ্লবীরাও আত্মগোপন করেন। এরপর ১৯৩২ এ অত্যাচারী ব্রিটিশ পুলিশ অফিসারদের হত্যা করতে পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। সফল অপারেশনের পর আহত হয়ে ধরা পড়ার ভয়ে আত্মহত্যা করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২১। এই বিপ্লবী বীরাঙ্গনার জন্ম শতবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

অক্ষয় কুমার মৈত্র

অক্ষয় কুমার মৈত্র অবিভক্ত বাংলার রাজশাহী কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে আইন চর্চা শুরু করলেও তাঁর প্রধান উৎসাহ ছিল বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে। দুটি বিষয়েই তিনি প্রচুর লেখালেখি করেন। এরপর শুরু করেন ইতিহাস নিয়ে চর্চা। ইতিহাস রচনায় তথ্য ও বিজ্ঞানমনস্কতা তাঁর বৈশিষ্ট্য। 'পাল রাজবংশ', 'সিরাজৌদ্দোলাহ্', 'মীরকাশিম', 'সমরসিংহ', 'সীতারাম রায়', 'ফিরিঙ্গি বণিক' তাঁর বিখ্যাত সব লেখা। বিজ্ঞান চর্চ্চাতেও তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তার সার্ধ শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

চুনীলাল বসু

ডাঃ চুনীলাল বসু কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে মেডিসিন ও সার্জারিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর আসল কৃতিত্ব ছিল রসায়ন শাস্ত্রে অসীম দক্ষতা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে তিনি প্রথম ভারতীয় মুখ্য রসায়ণবিদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রসায়ণ শাস্ত্রের অধ্যাপক। খাদ্যের গুণাগুণ বিশ্লেষণ, পুষ্টি ও অপুষ্টির কারণ নিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন। তিনি বিভিন্ন প্রাদেশিক ও জাতীয় সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তারে প্রয়াসী হন। তাঁর সার্ধ শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

উস্তাদ আমীর খাঁ

হিন্দুস্তানী কণ্ঠসঙ্গীত জগতের দিকপাল গায়ক আমীর খাঁ ইন্দোরে এক সঙ্গীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরদা ছিলেন বাদশা বাহাদুর শাহ্ জাফরের দরবারের গায়ক, বাবা হোলকার রাজ দরবারের সারেঙ্গি ও বীণাবাদক এবং সহোদর ভাইও আকাশবাণীর সারেঙ্গি বাদক। খাঁ সাহেব প্রথমে সারেঙ্গি ও তবলাতে দক্ষতা অর্জন করেন, তারপর বাড়িতে অনবরত অনুষ্ঠিত মেহফিলগুলি থেকে কণ্ঠসঙ্গীত শিখতে থাকেন। পরে ইন্দোর

ঘরানার মেরুখণ্ড শাখার বিখ্যাত উস্তাদদের কাছে শিখে নিজের এক অনবদ্য গায়কী গড়ে তোলেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, সরগম, তান ও তারানার মোহবিস্তার করে তিনি শ্রোতাদের আপ্লুত করে দিতেন। সেই সময়কার দুই ধরণের গায়কীর দুই সর্বোচ্চ কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন বড়ে গোলাম আলি ও আমীর খাঁ সাহেব। প্রথমে বম্বে, তারপর মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, কলকাতা, সবশেষে আবার বম্বেতে খাঁ সাহেব কর্মসূত্রে কাটান। মঞ্চ আলোকিত করার পাশাপাশি তাঁর প্রচুর গানের রেকর্ড হয়। বৈজু বাওড়া, ক্ষুধিত পাষাণ, গালিব প্রভৃতি বিখ্যাত চলচ্চিত্র কণ্ঠ দান করেন। তিনি অনেক কৃতী ছাত্র গড়ে তুলেছিলেন। সঙ্গীত নাটক আকাদেমি, পদ্মভূষণ পুরস্কার পান। ১৯৭৪ এ এক অনুষ্ঠান সেরে ফেরার সময় গাড়ি দুর্ঘটনায় কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকিতে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

নটী বিনোদিনী

নিম্ন জাতের দরিদ্র পরিবারে জন্ম বিনোদিনী দুর্বিপাকে পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েন। পরে সেইসময়কার নটসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁকে নাটকের অভিনয়ে নিয়ে আসেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইওরোপীয় প্রভাবে উত্তর কলকাতার অনুপস্থিত জমিদার, আড়তদার, পাটোয়ারি ধনী বাবুদের মধ্যে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ঝোঁক চাপে। ১৮৭৪ সালে মাত্র বারো বছর বয়সে বিনোদিনী দাসী ন্যাশনাল থিয়েটারের মঞ্চে প্রথম অভিনয় করেই সাড়া ফেলে দেন। তারপর পরবর্তী বারো বছর ধরে আশিটি নাটকে দাপটের সাথে অভিনয় করে মঞ্চ সম্রাজ্ঞী নটী বিনোদিনী হয়ে ওঠেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস পর্য্যন্ত তাঁর অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। খ্যাতির শীর্ষে আচমকাই অভিনয় ছেড়ে দেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম অভিনেত্রী যিনি আত্মজীবনী লিখেছিলেন। তাঁর সার্ধ শতবার্ষিকিতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

রাধানাথ শিকদার

পিতা তিতুরামের কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে বাবু রাধানাথ শিকদার জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশুনা 'ফিরিঙ্গি' কমল বোসের স্কুল ও পরে হিন্দু কলেজে (বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে)। তিনি ছিলেন অধ্যাপক লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র শিষ্য এবং চরম সংস্কারবাদী 'ইয়াং বেঙ্গল' দলের সদস্য। প্যারিচাঁদ মিত্রের সাথে শিক্ষা ও নারী সমাজের উন্নতির লক্ষ্যে ১৮৬৪ সালে 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করতে শুরু করেন। গণিতে, বিশেষ করে ভূ-ত্রিকোণমিতিতে, তাঁর প্রবল বুৎপত্তি ছিল। ঔপনিবেশিক ভারত সরকারের সার্ভে বিভাগে উচ্চপদে আসীন থেকে দেরাদুন থেকে দার্জিলিঙ-এ দীর্ঘ কর্মজীবন কাটান। সেই সময় 'গ্রেট ট্রিগোনোমেটরিক সার্ভে'তে সক্রিয় অংশ নেন। তিনি প্রথম অঙ্ক কষে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ 'পিক ১৫'-র, পরবর্তিতে যার নামকরণ হয় 'মাউন্ট এভারেস্ট', উচ্চতা নির্ধারণ করেন। জন্মের দ্বি শতবর্ষে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

- 'টুজি', 'কয়লাগেট' প্রভৃতি কেলেঙ্কারীর এবং ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দিতে হবে।
- জেভিয়ার ডায়াস, ডা: সুনীলম, সোনি সোরি, সীমা আজাদ, ইরম শর্মিলা, কুডানকুলামের প্রতিবাদী মৎস্যজীবী সহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারী ও মানবাধিকারকর্মীদের পুলিশি ও সশস্ত্র বাহিনীর নির্যাতন এবং জেল-বন্দীত্ব-মামলা থেকে মুক্তি দিতে হবে।
- নোয়ামুণ্ডি, নাগরি, সিঙ্গুর, মাথাভাঙ্গা, জইতাপুর, নোনাডাঙ্গা, কুডানকুলাম, লোবা, তেহট্ট প্রতিটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।
- বরানগর - কাশীপুর, ভোপাল, মরিচঝাঁপি, বাথানিটোলা, নেলি, গোধরা, করন্দা, নন্দীগ্রাম, ভাট্টাপারসল, দিসপুর, নেতাই প্রতিটি গণহত্যার দ্রুত তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- চা-বাগান সহ পশ্চাদপর আদিবাসী এলাকায় অনাহারে মৃত্যু প্রতিরোধে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।
- কোকরাঝাড় সহ নমনি অসমে জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করতে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।
- তামিলনাড়ুর ধরমপুরি সহ দেশ জুড়ে দলিত গরীব ভূমিহীন কৃষকদের উপর উচ্চ ও মধ্য বর্ণের ভূস্বামীদের অত্যাচার বন্ধ করতে সরকারকে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ভারতীয় কালো টাকা উদ্ধার এবং রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্কের ঋণ খেলাপি শিল্পপতিদের জরিমানা সহ সম্পত্তি ক্রোক করতে হবে।
- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সিরিয়া ও গাজায় গণহত্যা এবং সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্ত, ইরাণ, কঙ্গো, মালি, দক্ষিণ সুদান — সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে।
- কুডানকুলাম সহ মারণঘাতী পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বন্ধ করতে হবে।